৫৬তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বাংলাদেশে লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা, রবিবার, ২৬ শ্রাবণ ১৪২১, ১০ আগস্ট ২০১৪

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,
সহকর্মীবৃন্দ,
বিপিএটিসি'র অনুষদবৃন্দ,
আমন্ত্রিত অতিথিবর্গ,
সিভিল সার্ভিসের নবীন প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাবৃন্দ।

আসসালামু আলাইকুম।

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আয়োজিত ৫৬তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সাফল্যের সাথে যাঁরা এই কোর্স সম্পন্ন করেছেন তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

আগস্ট মাস শোকের মাস। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা বিরোধী ঘাতকচক্র সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে। আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে। স্মরণ করছি আমার মা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব, আমার তিন ভাই -ক্যাপ্টেন শেখ কামাল, লে. শেখ জামাল এবং শেখ রাসেলসহ ১৫ আগস্টের সকল শহীদকে। মহান আল্লাহতা'য়ালার দরবারে তাঁদের রুহের মাগফিরাত কামনা করছি।

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ,

আপনারা শিক্ষা জীবন শেষ করে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারি হিসেবে কর্মজীবনে প্রবেশ করেছেন। আমার ধারণা, এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আপনারা প্রজাতন্ত্রের কর্মচারি হিসেবে আপনাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত হয়েছেন। এ প্রশিক্ষণে এসে ছাত্রজীবন শেষে আপনারা আবার পড়াশোনার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নয়, একজন অভিভাবক হিসেবে আপনাদের অনুরোধ করব, পড়াশোনার অভ্যাসটা অব্যাহত রাখার জন্য। কারণ একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নিজেদের যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য পড়াশোনার কোন বিকল্প নেই।

চাকুরি জীবনের শুরুতে যে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ আপনারা পেলেন, তার একটি সুদুরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে। প্রশিক্ষণ প্রতিটি মানুষের মধ্যে পরিবর্তন আনে। তাঁকে তাঁর দায়িত্ব পালনে প্রস্তুত করে তোলে।

বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার নতুন নতুন চ্যালেঞ্জগুলো আমাদের মেধা ও মননের সমন্বয় ঘটিয়ে মোকাবিলা করতে হবে। আর এই সমন্বয় ঘটানোর কলাকৌশলগুলো প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই রপ্ত করা সম্ভব। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের মেয়াদ ৪ মাস থেকে ৬ মাস মেয়াদী করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং বিপিএটিসি এ লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রিয় কর্মকর্তাবৃন্দ,

যেদিন থেকে আপনারা প্রজাতন্ত্রের কর্মে প্রবেশ করেছেন সেদিন থেকে আপনারা জনগণের সেবক। এদেশের মানুষের সেবা করার জন্যই আপনাদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। যতদিন আপনারা প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োজিত থাকবেন, ততদিন জনগণের সেবা করাই হবে আপনাদের মূল লক্ষ্য।

সেজন্য আপনারা যে যেখানেই কাজ করবেন, আপনাদের সামনে থাকবে শুধু বাংলাদেশ এবং এদেশের মানুষ। এজন্য আপনাদের দেশপ্রেম, ত্যাগ এবং সেবার মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে।

আপনাদের জানতে হবে প্রিয় মাতৃভূমির ইতিহাস এবং ঐতিহ্য। জানতে হবে, আমাদের পূর্বসূরীরা কী অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার করে এদেশকে স্বাধীন করেছেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ২৪-বছর পাকিস্তানী স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে এ দেশের মানুষ সংগ্রাম করেছে। এই ২৪ বছরের অর্ধেকটাই পাকিস্তানী শাসকেরা বঙ্গবন্ধুকে জেলে আটক রেখেছিল। বন্দীদশায় তিনি অবর্ণনীয় নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। অবশেষে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে এদেশের মানুষ ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ৩০ লাখ শহীদ আর দু'লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা আমাদের প্রিয় স্বাধীনতা অর্জন করেছি। আমাদের এ স্বাধীনতা রক্ত দিয়ে ছিনিয়ে আনা স্বাধীনতা।

লাখো শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের নবীন কর্মকর্তা আপনারা। একবার ভাবুন তো, দেশটা যদি স্বাধীন না হত, কতজন আজকে আপনাদের মত ক্যাডার সার্ভিসে প্রবেশ করতে পারতেন ?

বঙ্গবন্ধু শুধু স্বাধীনতাই চেয়েছিলেন, তা নয়। তাঁর লক্ষ্য ছিল এদেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি। আর এজন্য স্বাধীনতার পর পরই তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেন।

তখন রাষ্ট্রীয় কোষাগার ছিল শূন্য। রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট, শিল্প-কলকারখানা ধ্বংস্তুপে পরিণত হয়েছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য সব বন্ধ ছিল। বঙ্গবন্ধু সাড়ে তিন বছরে সেই ধ্বংস্তুপ থেকে তুলে এনে দেশকে একটি দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি জাতির পিতাকে তাঁর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন পূরণ করতে দেয়নি। ১৯৭৫ এর পর শাসকেরা বাংলাদেশকে উল্টো পথে হাঁটিয়েছে।

প্রিয় কর্মকর্তাবন্দ,

২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার পর আর্থ-সামাজিক খাতে উন্নয়ন শুরু হয়। দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে। দারিদ্র্য দ্রুত হ্রাস পায়। শিক্ষার হার বাড়তে থাকে। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ, রপ্তানি ও প্রবাসী আয় বৃদ্ধি পেতে থাকে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন ১৬০০ মেগাওয়াট থেকে ৪৩০০ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়। বাংলাদেশের নেতৃত্বে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক ফোরামে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর ন্যায্য হিস্যা আদায় করা সম্ভব হয়।

ভারতের সাথে ৩০-বছর মেয়াদী গঙ্গা পানি চুক্তি, বিরোধপূর্ণ পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির মত দূরূহ কাজ আমরা সে সময় সম্পন্ন করি।

২০০১ নির্বাচনের পর দেশ আবার পিছিয়ে পড়ে। শুরু হয় প্রতিহিংসার রাজনীতি। অর্থনীতিতে ধ্বংস নামে। খাদ্য ঘাটতি বাড়ে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে স্থবিরতা নেমে আসে। অর্থনৈতিক সূচকগুলো নিম্নগামী হয়।

২০০৭ সালে অরাজকতা ঠেকানোর নামে তথাকথিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার এসে দেশকে আরও পিছনে ঠেলে দেয়। দ্রব্যমূল্যের দাম আকাশচুম্বী হয়। মানুষের জীবন দূর্বিসহ হয়ে উঠে।

এ অবস্থায় ২০০৯ সালে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে গত ৫ বছরে আমরা বাংলাদেশের অর্থনীতিকে একটা শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছি। বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা উপেক্ষা করে গত ৫ বছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৬.২ শতাংশের উপর ছিল। রপ্তানি আয় ৩০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। মাথাপিছু আয় ২০০৯ সালের ৮৪৩ ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ১ হাজার ১৯০ মার্কিন ডলার হয়েছে। দারিদ্র্যের হার ২০০৯ সালের ৩৩.৪ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৩ সালে ২৬.৪ শতাংশ এবং হত দারিদ্র্যের হার ১৯.৩ শতাংশ থেকে কমে ১১.৯ শতাংশ হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সারাদেশে প্রসারিত হয়েছে, আঞ্চলিক বৈষম্য কমেছে, নিশ্চিত হয়েছে খাদ্য নিরাপত্তা। এরফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার জন্য প্রয়োজন শক্তি ও সম্পদের প্রবাহ বাড়ানো এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন।

এ লক্ষ্যে বিদ্যুৎ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ১১ হাজার ৭০০ মেগাওয়াটে পৌঁছেছে। বিদ্যুতের সুবিধাভোগী ৬২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। স্বাধীনতার পর এই প্রথম বাংলাদেশ পেয়েছে একটি শিক্ষানীতি। দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন ২০১২ এবং শ্রেষ্ঠ প্রতিভার স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে ''সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ নীতিমালা ২০১২'' প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রতি উপজেলায় একটি করে বিদ্যালয়কে মডেল বিদ্যালয়ে পরিণত করার কার্যক্রম চলছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০১৫ সালে শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস করার লক্ষ্যমাত্রা বাংলাদেশ ২০১৩ সালেই অর্জন করে জাতিসংঘ কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছে।

একইসঙ্গে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার স্বাস্থ্যখাতে যোগ করেছে নতুন মাত্রা। প্রতিটি ইউনিয়নে তথ্য ও সেবাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

সরকারি অফিসে চালু হয়েছে ওয়ান স্টপ সার্ভিস। তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় সরকারি সেবা প্রদানে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (ITU) বাংলাদেশকে ২০১৪ সালের ''ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি'' (WSIS) পুরস্কারে ভূষিত করেছে।

আমরা বিশ্বাস করি, অবাধ তথ্য প্রবাহ জনগণের ক্ষমতায়ন ও সুশাসনের পূর্বশর্ত। তাই প্রণীত হয়েছে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯।

সম্প্রতি UNDP প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশের মানবসম্পদ উন্নয়ন সূচক (HDI) পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় চার ধাপ এগিয়েছে। ১৮৭টি দেশের মধ্যে বর্তমানে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪২ । দক্ষিণ এশীয় দেশসমূহের মধ্যে শ্রীলঙ্কার পরেই বাংলাদেশের অবস্থান।

প্রিয় কর্মকর্তাবৃন্দ,

খুব সংক্ষিপ্তভাবে যে অর্জনগুলো তুলে ধরলাম তা আমাদের স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ে তোলার পথে কয়েকটি নিশ্চিত পদক্ষেপ। আমাদের আরও পথ অতিক্রম করতে হবে। সেই গৌরবময় যাত্রায় অংশীদার হওয়ার জন্য আপনারা সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেছেন।

দেশের জন্য একটি দক্ষ ও সেবামুখী জনপ্রশাসন গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমরা সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। সরকারি অফিসে সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২৫ হাজার ওয়েবসাইট নিয়ে বিশ্বের বৃহত্তম পোর্টাল ''জাতীয় তথ্য বাতায়ন'' চালু করা হয়েছে। এসব কর্মসূচির ফলে সিভিল সার্ভিসের সক্ষমতা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রজাতন্ত্রের কর্মচারিদের যথাযথ বেতন-ভাতা প্রদানের লক্ষ্যে বেতন ও চাকরি কমিশন ২০১৩ গঠন করা হয়েছে। সিভিল সার্ভিস অ্যাক্ট প্রণয়ন সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে। ইতোমধ্যেই এ আইনের খসড়া প্রণীত হয়েছে।

আপনারা এদেশের স্বল্পসংখ্যক ভাগ্যবান ব্যক্তি। এ জন্য আপনাদের ঔপনিবেশিক প্রাচীন ধ্যান-ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে জনগণের সেবা করার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। এর আগে যখন আমি এখানে এসেছিলাম, নবীন কর্মকর্তাদের মধ্যে এ ধরণের মানসিক কাঠামো গড়ে তুলতে বুনিয়াদি কোর্স কারিকুলামে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনার জন্য বলেছিলাম।

আমি জেনে খুশি হয়েছি যে, ''বাংলাদেশকে জান'' কর্মসূচির আওতায় প্রতিটি প্রশিক্ষণার্থী একটি করে দরিদ্র পরিবারের সংস্পর্শে আসছেন এবং তাঁদের সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছেন। এ ধরণের কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীরা দেশকে বহুমাত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে জানার সুযোগ পাচ্ছেন।

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ,

আপনারা প্রশিক্ষণ শেষে দায়িত্ব নিয়ে মাঠ-পর্যায়ে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবেন। সেখানে দেখবেন একদিকে যেমন সমস্যা রয়েছে, অন্যদিকে আছে সম্ভাবনার অবারিত দিগন্ত। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষেরা ক্রমাগত তাঁদের অসাধারণ প্রচেষ্টায় সেই সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত করে চলেছেন। সাধারণ মানুষের সমস্যা ও সম্ভাবনাগুলোকে আপনাদের হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে।

আমি আপনাদের অনুরোধ করব সাধারণ মানুষের কথাগুলো মন দিয়ে শুনবেন। চেষ্টা করবেন সাধ্যমত তা সমাধানের। এ দেশের সাধারণ মানুষ অত্যন্ত সহজ-সরল। সামান্য সেবা দিয়েই তাঁদের মন জয় করা সম্ভব। সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে আপনারা সাধারণ মানুষের সাথে মিশে বর্তমান সরকারের গণমুখী নীতির বাস্তবায়ন করবেন - এটা আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমরা সাধ্যমত আপনাদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা বাড়ানোর চেষ্টা করছি। আপনারাও সাধ্যমত সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করবেন- এটাই আমার প্রত্যাশা।

জাতির পিতা আমাদের শিখিয়েছেন মানুষের কাছাকাছি যত যেতে পারবেন, ততই আপনি তাঁদের জন্য ভাল কিছু করতে পারবেন। আপনারা প্রশিক্ষণের সমাপ্তি দিনে যে শপথ নিয়েছেন আমৃত্যু সেই শপথের প্রতি অবিচল থাকবেন।

আমাদের সরকার এ দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কিন্তু সরকারের একার পক্ষে সে লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়। একটি প্রশিক্ষিত, দক্ষ সিভিল সার্ভিস এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে অন্যতম বড় সহায়ক শক্তি।

ত্রিশ লাখ শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত এ দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যত বিনির্মাণের রূপকার আপনারা। আজ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের শেষ দিনে আপনাদের সকলের উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করে এবং সবাইকে আবারও ধন্য1বাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...